দরসে হাদীস

শতাব্দির মুজাদ্দিদ

-মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَاْسِ كُلِّ مِاْةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا۔ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ ۔

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন- নিশ্চয় মহান আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দির প্রান্তে এমন ব্যক্তিকে প্রেরন করেন- যিনি ওই দ্বীনকে নতুনভাবে সংস্কার করবেন।

(সূত্রঃ আবু দাউদ শরীত, মিশকাত শরীফ ৩৬ পৃঃ জামেউল সগীর। আল্লামা সুযূতী (রঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পবিত্র কোরআন, হাদীস ও ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়- মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতে এ পর্যন্ত সকল যুগের মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ তার নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরন করেছেন। এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে -.

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۔

অর্থাৎ- "রাসূল প্রেরন ব্যতিত আমি শাস্তি দিইনা"। তাই দেখা যায়- প্রতিটি যুগে আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূলগণ মানুষকে ডেকেছেন আল্লাহর পথে মুক্তির পথে। আর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এক যুগে একাধিক নবীর আগমনও ঘটেছে। নবী রাসূলগণ তাঁদের দায়িত্ব শেষ করে নির্ধারিত সময়ে চলে গেছেন মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে। সর্বশেষ রাসুল সায়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আমাদের প্রিয়নবী সরকারে দো-আলম হুজুর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার বুকে আগমণ করে দ্বীন ইসলামের পূর্ণতা দানের পর নবুয়তের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী। তাই তাঁকে খাতামুন নাবিয়্যীন বলে অভিহিত করা হয়েছে পবিত্র কোরআনে। নবুয়তের দরজা চিরতরে বন্ধ ঘোষনার পর নতুন কোন নবীর আগমন হবেনা- যিনি মানুষদেরকে আল্লাহর পথে হিদায়াত করবেন। তাই সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তি ও অন্ধকার হতে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসার

জন্যে নবীজি তাঁর যোগ্যতম অনুসারী খোলাফা-ই-রাশিদীন এবং নক্ষত্রতুল্য সাহাবা-ই কেরামকে রেখে গেছেন। যারা দিশেহারা পথহারা বিভ্রান্তদের হিদায়াতের আলো দিয়ে গোমরাহী থেকে রক্ষা করেছেন। তৎপরবর্তী লোকদের অবস্থা কী হবে? কে তাদেরকে দেখাবে সঠিক পথের দিশা, শয়তানী অপতৎপরতা রুখে ইসলামের মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে কে? ইসলামের চিরন্তন শত্রু ইহুদী-নাসারাদের কবল হতে মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা হেফাযতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে কে-বা কারা? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। সমূহ প্রশ্নের উত্তরে মহান রাব্বুল আলামীন তার সুনিপুন ব্যবস্থাপনায় অনাগত ভবিষ্যতের জন্যে তৈরী করে রেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছেন। আর তারই প্রিয়হাবীব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র জবান দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন।

ঈমানদার মুসলমানরা যাতে সঠিক-সরল পথ হতে বিচ্যুত না হয়ে পড়ে- সে লক্ষ্যে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কতিপয় বান্দা সৃষ্টি করে তাদের উপর দায়িত্ব অর্পন করেছেন। আবার প্রতি শতাব্দির প্রান্তে একেকজন বিশেষ ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন- যিনি শতাব্দিব্যপী ধর্মের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন অবয়বে গজিয়ে উঠা অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটন করে নতুনভাবে দ্বীন ও মাযহাবকে সংস্কার করেন। পরিভাষায় তাকে বলা হয় মুজাদ্দিদ বা ধর্মীয় সংস্কারক।

মুজাদ্দিদ প্রসঙ্গ ঃ

আরবী "তাজদীদ" শব্দের অর্থ সংস্কার করা, নতুন জীবন দান করা- ইত্যাদি। আর মুজাদ্দিদ শব্দের অর্থ সংস্কারক। ইসলামী শরীয়াতে মুজাদ্দিদ বলা হয়- মুসলিম সমাজে ধর্মের নামে অধর্ম, কোরআন-সুন্নাহর তাফসীরের নামে অপব্যাখ্যাসহ শরিয়ত ও তরীকতের মৌলিক বিষয়াবলীর উপর যখন চতুর্মুখী হামলা ও ষড়যন্ত্র ব্যাপক মাত্রা লাভ করে- মুসলমানরা যখন দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন মহান আল্লাহর পক্ষ হতে দিশেহারা মুসলিম মিল্লাতকে ইসলামের সঠিক রূপরেখা উপস্থাপনের মাধ্যমে যিনি সঠিক পথের দিকে আহবান করেন এবং বাতিল অপশক্তির স্বরূপ উন্মোচনে বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ন হন,

এমনকি প্রয়োজনে ধর্মের দুশমনদের প্রতিরোধে আন্দোলনে দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং চূড়ান্ত সফলতা নিয়ে হতাশাগ্রস্থ মুসলিম মিল্লাতকে মুক্ত করেন তিনিই মুজাদ্দিদ বা দ্বীনের সংস্কারক।

মুজাদ্দিদ কোন পৈত্রিক উত্তরাধিকার নয়। কেউ দাবী করলেই তাকে মুজাদ্দিদ বলা যাবেনা- বরং তাঁর কতিপয় মৌলিক গুণাবলী থাকতে হবে। যেমন- ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঠিক অনুসারী হওয়া, বিজ্ঞ আলেম হওয়া, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হওয়া, সত্য প্রকাশে আপোষহীন হওয়া, সমকালীন আলেমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়া, ধর্মপ্রচারে নির্লোভ হওয়া, মুত্তাক্বী ও পরহেযগার হওয়া, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গজিয়ে উঠা মন্দ বিদআত ও কুসংস্কারের মুলোৎপাটনে বলিষ্ঠ প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া, শরীয়ত ও তরীকতের পূর্ণ অনুসারী হওয়া, শরিয়তবিরোধী ও অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকা। বিশেষভাবে একশ শতাব্দির শেষাংশে এবং পরবর্তী শতাব্দির শুরুতে তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর বিকাশ ও সর্বজন স্বীকৃত হওয়া। এক পর্যায়ে সমসাময়িক প্রসিদ্ধ আলিম-উলামা একবাক্যে তাকে মুজাদ্দিদ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

বিগত চৌদ্দ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ঃ

১। প্রথম শতাব্দি : হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রঃ)

২। দ্বিতীয় শতাব্দি : ইমাম শাফেয়ী (রঃ)

৩। তৃতীয় শতাব্দি : কাজী আবুল আব্বাস ইবনে শুরাইহে শাফেয়ী ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী ও ইবনে জারীর তাবারী। আবুল মানসুর মাতুরিদী।

৪। চতুর্থ শতাব্দি : আবু বকর বাক্কেল্লানী, আবু তাইয়েব ছালুকী প্রমুখ।

৫। পঞ্চম শতাব্দি : ইমাম আবু মুহাম্মদ গাযালী (র)।

৬। ষষ্ঠ শতাব্দি ইমাম ফখরুদ্দীন রারু (রঃ)

৭। সপ্তম শতাব্দি : ইমাম তকিউদ্দীন সুবুকী (রঃ)- যিনি মিলাদকিয়ামের ব্যাপক প্রচলন করেন।

৮। অষ্টম শতাব্দি : ইমাম যয়নুদ্দীন ইরাকী, আল্লামা শামছুদ্দীন জওযী, সিরাজউদ্দনি বালকিনী।

৯। নবম শতাব্দি : ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী, আল্লাম শামছুদ্দীন সাখাভী।

১০। দশম শতাব্দি : আল্লামা শিহাবুদ্দীন রমলী, মোল্লা আলী ক্বারী।

১১। একাদশ শতাব্দি : ইমাম রাব্বানী আহমদ সিরহিন্দী (রঃ) শেখ আব্দুল হক দেহলভী (রঃ) প্রমুখ।

১২। দ্বাদশ শতাব্দি : মহিউদ্দীন আলমগীর বাদশাহ্
১৩। এয়োদশ শতাব্দি : শাহ্ আব্দুল আযীয দেহলভী (রঃ)
১৪। চতুর্দশ শতাব্দি : ইমাম আহমাদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ)
উক্ত মহান মনীষীগণ মুজাদ্দিদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে বিগত চৌদ্দটি শতাব্দির প্রান্তে স্ব স্ব যুগে ইসলামের নামে জেগে উঠা দ্বীন ও মিল্লাতের বিভিন্ন অপসংস্কৃতি রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন এবং ইসলামের নামে সৃষ্ট বিভিন্ন বাতিল মতবাদের জবাব দিয়ে তাদের কবর রচনা করে গেছেন। তা দ্বীন ইসলামের এক অবিস্মৃত অধ্যায়।

চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ঃ

আলা হযরত বললেই এক নামে যাকে আরব-অনারব সবাই চিনে। ১২৭২ হিজরীতে তাঁর জন্ম এবং ১৩৪০ হিজরিতে তাঁর ইন্তিকাল। মধ্যখানে ৬৮ বছর বয়সে একজন সফল মুজাদ্দিদ হিসেবে যতগুলো গুণাবলীর প্রয়োজন- সবকটি তাঁর চরিত্রে পাওয়া যায়। যেমন- অসাধারণ মেধা, সাবলীল উপস্থাপনা, ক্ষুরধার লিখনী, জ্বালাময়ী বক্তব্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার, প্রতিবাদী কণ্ঠ, আমল আখলাকে নিপুনতা, অকৃত্রিম নবীপ্রেম, মানবতার প্রতি সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি, সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কঠোরতা তাঁকে একজন সফল মুজাদ্দিদ হিসেবে বিশ্বের দরবারে আরো বেশী গ্রহণযোগ্য করে তোলেছে। নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম'র যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে মুসলিম মিল্লাতের উপর তাঁর ত্যাগ ও অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।
কলেবরের সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনী আলোচনায় আর এগুতে পারলাম না। তবে, পাঠক মহলকে আশ্বস্ত করতে পারি- মাসিক সুন্নীবার্তার বিভিন্ন সংখ্যায় এ মহামনীষীর জীবন ও কর্মের উপর গবেষনাধর্মী যেসব লেখা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ রয়েছে- তা ভালোভাবে পড়লে আশ্চর্য না হয়ে উপায় থাকবেনা। এ কিংবদন্তী মহামনীষীর জীবনের ঈর্ষনীয় দিক সম্পর্কে পড়ে আবিষ্কার করতে পারবেন নিজেকে নতুনভাবে। আল্লাহপাক আ'লা হযরত মুজাদ্দিদ-এ-দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম শাহ আহমাদ রেযা খান বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ফুয়ূজাতে সিক্ত করে আমাদেরকে ধন্য করুন, আমীন, বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন।

ডাল দি ক্বলব মে আযমাতে মুস্তফা
সাইয়েদী আ'লা হযরত পেহ্ লাখো সালাম।